দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 17 APR 1989
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

011

প্রসঙ্গঃ শ্রেষ্ঠ মাধ্যমিক শিক্ষিকা

বেগম হাসনা আরা হাই ১৯৮৯ সনে ঢাকা বিভাগের শ্রেষ্ঠ মাধ্যমিক শিক্ষিকা নির্বাচিত হওয়ায় আমাদের অভিনন্দন। তাঁহার এই সম্মান লাভের জন্য বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রীরাও অভিনন্দন পাইবার যোগ্য। এই প্রসঙ্গে আমার একটি বক্তব্য আছে। গত ১৯৮৮ সনে আমি শ্রেষ্ঠ মাধ্যমিক শিক্ষিকার সম্মান পাই এবং অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয় শ্রেষ্ঠ মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসাবে বিবেচিত হয়। ঢাকা মেট্রোপলিটান থেকে ঐ একই সম্মান ১৯৮৯ সনে ঢাকার বনানী বিদ্যানিকেতনের প্রধান শিক্ষিকা বেগম আয়েশা আমিনও লাভ করেন। এই সংবাদগুলি আমরা কেউ পত্রিকায় প্রকাশ করি নাই। এই সম্মান দেওয়ার পিছনে সরকারের যে উদ্দেশ্য নিহিত আছে সেটা হইল অন্যান্য বিদ্যালয় প্রধানদের উৎসাহিত করা। দুঃখের বিষয় প্রচার মাধ্যমে কোথাও ইহার উল্লেখ না থাকায় মনে হয় কোথায় যেন একটা গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়াস আছে। অনুষ্ঠানের দিনে প্রকাশিত পুস্তিকাগুলি ছাপাইতেও অনেক টাকা খরচ করা হয়। দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিয়া যেসব শিক্ষাব্রতী পুরস্কৃত হইলেন, আমার মনে হয় তাঁহাদের স্বীকৃতি হিসাবেই অন্ততঃ বহুল প্রচারিত ইংরাজী ও বাংলা দৈনিক পত্রিকাতে তাঁদের নামের উল্লেখ থাকিলে অন্য শিক্ষাব্রতীরা সকলেই ব্যাপারটা জানিতেন এবং অনুপ্রাণিত হইতেন। যাঁহারা এই সম্মান পান নাই অথচ অতীতে তাঁহাদের অবদান ছিল তাঁহাদেরকেও সরকার যদি পুরস্কার দিতেন, তবে বর্তমান সরকারের মহানুভবতারই পরিচয় দেওয়া হইত। যাঁহারা আজ প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার পদে অধিষ্ঠিত নাই, তাঁহাদের অতীত অবদান কিন্তু উপেক্ষণীয় নয়।

—ডঃ কাজী আনোয়ারা মনসুর,
রেক্টর, অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়,
আজিমপুর, ঢাকা।